উপদেষ্টা
ডঃ আমিনুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আলম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
☐ এহসানুল ইসলাম ☐ এম. আবদুল হক
☐ আসিফ মাহমুদ ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ সমর মিত্র ☐ মাসুদুর রহমান
☐ আবুল হোসেন ☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন
☐ জাহির হোসেন ☐ শীনা ইনাম
☐ রেহানা আখতার ☐ এ মল্লিকা রাজ
☐ জহিরুল করিম ☐ বেলায়েত হোসেন
বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ জাপান
আবুল কাশেম মিয়া জাপান
এস, ব্যানার্জী ভারত
রোজোয়ান স্পুটনিক ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা সিংগাপুর
এন,এম, জামাল সুইডেন
ইমরুল কায়েস ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ ঃ আহসান হাবীব
শিল্প নির্দেশনা ঃ আশীম আজিজ
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস শীথি
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২
দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মণিঅর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
অক্টোবর ১৯৯৪

কর্তৃপক্ষ নজর দিবেন কি?

তথ্য ও তার দ্রুত প্রাপ্তি, তথ্য- প্রযুক্তিরই অবদান। গ্লোবাল ভিলেজ ধারনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে এই তথ্য-প্রযুক্তি। কিন্তু নেতৃত্বের সীমাহীন এবং ক্ষমার অযোগ্য গাফিলতির জন্য এ দেশবাসী বঞ্চিত হচ্ছে বিশাল তথ্য ভান্ডার থেকে, সীমাহীন সম্ভাবনার এক শিল্প 'ডাটা এন্ট্রি শিল্প' থেকে। আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এমন এক নেতৃত্ব যারা ৩৩০টা বিলাস বহুল গাড়ী আমদানীর ব্যবস্থা করতে পারেন বিনা ট্যাক্সে। কিন্তু বিনা ট্যাক্সে কমপিউটার আনার কথা সংসদে একবারও উচ্চারিত হয় না। কমপিউটার শিক্ষার কথা সংসদে আলোচনায় আনতে চাইলে ব্যারিষ্টার মন্ত্রী তাতে বাধা দেন। এ যেন সরষেতেই ভূত। তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের অসীম সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। কিন্তু সেই স্বর্ণ দুয়ারে পৌঁছানোর রাস্তা কন্টকাকীর্ণ করে রাখা হয়েছে নানা ভাবে। আমদানী শুল্ক, ভ্যাট, এবং অন্যান্য সব কর মিলিয়ে কমপক্ষে ২৯% ট্যাক্স গুনতে হয় একজন ক্রেতাকে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে কমপিউটার আমদানীকে উৎসাহ দেয়া হয় সরকারীভাবে। বিনা শুল্কে বা নাম মাত্র শুল্কে একেকটা কমপিউটার প্রবেশ করে সেখানে সীমাহীন সম্ভাবনা আর বিশাল তথ্য-ভান্ডার নিয়ে। দ্রুত যোগাযোগের জন্য সে সব দেশে রয়েছে হাই-স্পীড কমিউনিকেশন। এদেশবাসী বঞ্চিত এটা থেকেও। কমপিউটার জগৎ এ যাবৎ প্রায় অর্ধ ডজন সাংবাদিক সম্মেলন করেছে, এ ব্যাপারে পত্র পত্রিকায়ও ইদানীং লেখালেখি হচ্ছে, কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাবে কে? জনসভার পর জনসভায় জনগণের প্রতি যাদের দরদ মাইক দিয়ে আছড়িয়ে পরে কে বোঝাবে তাদের যে, তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়া আজ কোন দেশই চিন্তা করতে পারে না উন্নতির কথা, দারিদ্র বিমোচনের কথা, জ্ঞান বিজ্ঞানের-ব্যবসা বাণিজ্যের-শিক্ষাদীক্ষার সর্বশেষ অর্জনটাকে নাগালে পাবার কথা। ট্যাক্সের রাহু গ্রাস থেকে মুক্তির প্রয়োজন কমপিউটারের এবং এখনই। হাইস্পীড কমিউনিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, এখনই। কিন্তু নেতৃবৃন্দের পা উল্টো। ভুতের পায়ের মতো। তারা শুধু পেছনের দিকে হাটতে পারেন।

কমপিউটার জগৎ যে সম্ভাবনার কথা গত কয়েক বছর ধরে তুলে ধরছিল তার একটা বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাবো যদি NACD নামক যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই কোম্পানী ডাটা এন্ট্রি শিল্প হিসেবে কাজ করবে। হাজার হাজার তরুণের বেকারত্ব ঘুচানোর এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে কোম্পানীটি। কিন্তু স্বপ্ন থাকলে স্বপ্নভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলাম এবং আমাদের কাছেও প্রচুর চিঠি আসছে রুরাল এইডের মত স্বপ্নভঙ্গের আশংকার কথা জানিয়ে। NACD আবেদনকারীর দরখাস্তের সাথে যে টাকা নিচ্ছে তার অংকটা যে কোটি ছাড়িয়ে যাবে তা নিশ্চিত। কিন্তু এর পর যদি তাঁরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়? আশংকা সবার। সরকারের উচিৎ এ আশংকা যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

এ জাতির কাছে 'স্বপ্ন-ভঙ্গ'টাই যেন বাস্তব, তাই এখন স্বপ্ন দেখতেও তারা ভয় পায়। আমরা মনে প্রাণে চাই স্বপ্নটা বাস্তব হোক। NACD এ ব্যাপারে পাইওনিয়ারের ভূমিকা পালন করলে আমদের আন্তরিক ধন্যবাদ আগাম জানিয়ে রাখলাম। আর মানুষ যদি হয় আশাহত তবে তার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে সরকারের উপরও।

লেখক সম্পাদক ঃ ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ